যীশু হতজ্ঞান হয়েছেন

মার্ক ৩:২০-৩০

মানুষের পরিত্রাণার্থে স্বর্গীয় পরিকল্পনা অনুসারে শিষ্যদের মনোনয়নের সঙ্গে সঙ্গে যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর পার্থিব কার্য শুরু করেন। শিক্ষাদান ও আরোগ্যদানের সঙ্গে সঙ্গে মন্দ-আত্মাগ্রস্তদের সুস্থকরণ কার্য একাধারে চলতে শুরু করে। লোকদের সমাগম এমন বৃদ্ধি পায় যে, যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা আহারের সময় পর্যন্ত পেলেন না। তাই যীশুর পার্থিব আত্মীয়-স্বজন তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন- তাঁকে বাড়ি ফেরাবার চেষ্টা করলেন। ঈশ্বরের কার্য সম্পাদন করতে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত যীশুকে চিনতে তাঁর বাড়ির লোক অপারগ হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন ধর্মীয় নেতারাও কি তাঁকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল? তারা তাঁকে চিনতে পারলেও স্বীকার করতে চায়নি। তাই, যীশু দুই দিক থেকে বাধা পান- (১) তাঁকে চিনতে না পেরে আত্মীয়দের বাধা এবং (২) চিনতে পেরেও স্বীকার না করায় ধর্মীয় নেতাদের বাধা। আসুন, আজকের জন্য মনোনীত শাস্ত্রাংশ ভালো করে দেখি।

ক। অধ্যাপকদের বাধা (২২-২৬ পদ)

যীশুর বিরুদ্ধে দোষারোপ করতে জেরুশালেম থেকে এদের পাঠানো হয়েছিল। অর্থাৎ, তাঁকে দেখার আগেই তাঁর প্রতি কিরূপ আচরণ করতে হবে, তা ঠিক ছিল। যীশু তাঁর আগমন ও কার্যের দ্বারা, শয়তানের রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছেন। এর পূর্বে কখনও কেউ এভাবে শয়তানের রাজ্যের ধবংসের কাজ করেনি। তাই, যীশুকে দেখে শয়তানের দল চুপ করে থাকতে পারে না। কিন্তু যীশু শয়তানের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের একের পর এক সুস্থ করতে থাকেন।

এমন ঘটনা দেখে তাঁর বিরুদ্ধে দোষারোপ করতে পাঠানো অধ্যাপকরা যখন কোন অভিযোগ খুঁজে পেল না, তারা বলতে লাগল যে, ভূতদের অধিপতি, বেল্‌সবূবের (২রাজা ১:২ পদে 'বেল্‌সবূব' হলেন ইক্রোণের প্যালেস্টীয়দের দেবতা, যিনি ছিলেন 'মাছিদের প্রভু') দ্বারা যীশু এইসকল কাজ করছেন। বেল্‌সবুব হল শয়তানের একটি নাম (উচ্চীকৃত বাল অথবা বাল রাজপুত্র)। এর অর্থ "গৃহস্বামী"। এই অর্থে যীশু তাদের কথাকে গ্রহণ করেছেন ও যুক্তি দ্বারা তাদের অভিযোগ খণ্ডন করেছেন।

যীশু যে যুক্তি দেন, তার মূল কথা হল, যে ঘরের লোকেরা বিভক্ত, সেই ঘর টিকতে পারে না। শয়তান বোকা নয়। তাই, সে কখনও নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে নিজের ধবংস চাইবে না। এই সত্য কেবল শয়তানের রাজ্যের জন্য নয়, যে কোন সংগঠন, ব্যবসা, পরিবার বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভিতর থেকে বাধা আসলে সেই সমস্যা সমাধান খুব কঠিন। একে আমাদের দেহে ক্যানসারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বিভিন্ন সংগঠন, এমন কি মণ্ডলী পর্যন্ত, এমন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে আত্মার ঐক্যকে ধবংস করে চলেছে। আমরা যদি উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি, তাহলে আমাদের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলিতে ঐক্যমত হতে হবে।

আমরা যদি খোলা মনে যীশুকে গ্রহণ করি, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাই, তাহলে মশীহ হিসাবে তাঁকে চিনতে আমাদের অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু যদি অধ্যাপকদের মত বাঁকা চোখে যীশুকে দেখতে চাই, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে অযৌক্তিক মিথ্যা অভিযোগ করা ছাড়া আমাদের অন্য কোনও উপায় থাকবে না। আপনার মন কি অধ্যাপকদের ন্যায় যীশুকে দেখার আগেই ঠিক হয়ে আছে? নাকি খোলা মনে আপনি তাঁর কাছে এসেছেন? আমরা কি আমাদের অগ্রাধিকার সম্বন্ধে ঐক্যমত (১করি ১:১০)?

খ। বিজয়ী প্রভু (২৭ পদ)

কিন্তু যীশু বলবান ব্যক্তিকে বেঁধেছেন। এখানে বলবান ব্যক্তি হল শয়তান। শয়তানের রাজ্য ধবংস করার জন্য প্রথমে তাকে বাঁধার প্রয়োজন ছিল। যীশু তাই করেছেন। ফলস্বরূপ, তার রাজ্য থেকে মন্দ-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তিদের যীশু সুস্থ করছিলেন। অর্থাৎ, যীশু শয়তান অপেক্ষা অধিক বলবান ব্যক্তি। আমাদের শত্রুর ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

হয়েছে। বিশ্বাসী আমাদের জীবনের উপর শয়তানের ক্ষমতাকে যীশু ধ্বংস করেছেন। আমাদের উচিত সেই সত্য উপলব্ধি করে জীবনযাপন করা। কিন্তু আমরা অনেকেই সেই সত্য জানি না বা সেই সত্য অনুসারে জীবনযাপন করি না। যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছি, আমরা পাপ সম্বন্ধে মরেছি (রোমীয় ৬:২, ৬)। আমরা দৃশ্যগ্রাহ্য বিষয়ের দ্বারা নয় কিন্তু বিশ্বাসে চলি (২করি. ৫:৭)। এ সকলের পিছনে একটাই কারণ, যীশু শয়তানকে বেঁধেছেন, খ্রীস্টের হাতে শয়তান পরাজিত শত্রু। আসুন, আমরা বিশ্বাসের দ্বারা তাঁতে বিজয়ী জীবনযাপন করি।

গ। ঈশ্বর-নিন্দাকারী আচরণ (২৮-৩০)

অধ্যাপকদের আচরণ থেকে আমরা সতর্ক হবার সুযোগ পেয়েছি। তারা ঈশ্বরের কাজকে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়েছে। এর দ্বারা তারা নিজেদের অনন্ত পাপে দায়ী করেছে। আজকের দিনে, একইভাবে, অনেকে তাদের ন্যায় একই ভুল করে চলেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন কাজ যারা আজ করে, তারাও তাদের মত ধর্মীয়। ঈশ্বর যখন তাঁর নিজের পদ্ধতিতে লোকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন, তা দেখে, নিজেদের চিন্তানুযায়ী কাজ না হওয়ায়, অনেকেই তাকে শয়তানের কাজ আখ্যা দেয়। এমন মনোভাবকে ক্ষমার অযোগ্য পাপ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখান থেকে ক্ষমার-অযোগ্য পাপ সম্বন্ধে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হল — যীশুর বিষয়ে পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যকে ধারাবাহিকভাবে ইচ্ছাকৃত অস্বীকার। আত্মা যীশুর বিষয় সাক্ষ্য দেন (যোহন ১৫:২৬)। আত্মা আমাদের পাপ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মান, এবং যীশুকে সেই পাপে থেকে উদ্ধারের উপায় হিসাবে দেখান। কিন্তু আমরা যখন আমাদের হৃদয় কঠিন করি এবং তাঁর সাক্ষ্যকে বর্জন করি, তার দ্বারা আমরা আত্মাকে মিথ্যাবাদী বলি। কেউ যদি এই কাজ ক্রমাগত বা ধারাবাহিকভাবে করে, তার পক্ষে পাপ ক্ষমা পাওয়া অসম্ভব হয়। ফলস্বরূপ, সে তার পাপে মরে ও অনন্তকালের জন্য হারিয়ে যায়। কিন্তু খ্রীস্টের ক্ষমার কোন সীমা নেই। তাঁর প্রায়শ্চিত্ত কার্যের দ্বারা আমরা সকল পাপের ক্ষমা পাই।